১৭-০৫-১৭ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা নিদ্রাজয়ী হও, রাত জেগে জ্ঞানের চিন্তন করো, আর বাবার স্মরণে যদি থাকো তাহলে তোমাদের খুশীর পারা চড়তে থাকবে ।"

প্রশ্ন :- ভারতে অনেক ছুটি থাকে কিন্তু এই সঙ্গম যুগে তোমরা এক সেকেন্ডও ছুটি পাও না । কেন ?

উত্তর :- কেননা এই সঙ্গম যুগের এক একটি সেকেন্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এখানে প্রতি শ্বাসে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, রাত দিন এই সেবা করতে হবে । বাবার আজ্ঞাকারী এবং বিশ্বাসী হয়ে স্মরণের দ্বারা বিকর্ম বিনাশ করে সম্মানের সাথে ঘরে ফিরে যেতে হবে, সাজা খাওয়ার হাত থেকে বাঁচতে হবে, আত্মা এবং শরীর উভয়কেই কাঞ্চনতুল্য হতে হবে, তাই তোমাদের এক সেকেন্ডেরও ছুটি নেই ।

গীত :- আমাদের তীর্থই হলো আলাদা .....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা জানে যে তীর্থ যাত্রা হলো দুই প্রকারের -- এক হলো রুহানী বা আত্মিক তীর্থযাত্রা, আর এক হলো শরীরের দ্বারা তীর্থযাত্রা । ঘাটও দুই প্রকারের । এক হলো নদীর ঘাট । আর দ্বিতীয় হলো বাচ্চারা তোমাদের নতুন নতুন সেন্টার বা ঘাট তৈরী হয় । জিজ্ঞেস করবে যে, কানপুরে জ্ঞান অমৃত পান বা জ্ঞান স্নান করার জন্য কতগুলো ঘাট আছে ? তখন বলবে ৪ - ৫ টি ঘাট । সব ঘাটের ঠিকানাও দেওয়া হয় । এ অমুক ঘাট , ওখানে গিয়ে স্নান করলে জীবনমুক্তি পাওয়া যায় । বাচ্চারা জানে যে মুক্তি আর জীবনমুক্তি কাকে বলা হয় । বরাবর ভারতই জীবনমুক্ত ছিলো, তাকেই স্বর্গ বলা হয়, তারপর জীবনবন্ধ অবস্থায় এলে তাকে নরক বলা হয় । তোমরা বাচ্চারা জানো যে, আমরা তীর্থে যাই, জ্ঞান স্নান করলেই সদ্গতি হয় । বাচ্চারা, তোমাদের এই সদ্গতির সাক্ষাৎকার হয়েছে । সদ্গতি স্বর্গকে বলা হয় আর দুর্গতি বলা হয় নরককে । এই সদ্গতির স্বর্গ অবশ্যই সত্যযুগ আর দুর্গতির নরক হলো কলিযুগ । তোমরা বাচ্চারা সকলকেই নিমন্ত্রণ দাও .....তোমরা কলিযুগী নরক থেকে সত্যযুগীয় স্বর্গে যাবে ? স্বর্গের সাথে অবশ্যই সত্যযুগীয় অক্ষর বলবে, তাহলেই স্বর্গ আর নরক আলাদা আলাদা হয়ে যাবে । নাহলে মানুষ বলে দেয়, স্বর্গ আর নরক এইখানেই । এই স্বর্গ আর নরককে একমাত্র ভারতবাসীই জানে । সেখানে দেবী - দেবতা ধর্মের লোকেরাই যাবে, অন্য কেউ এর খবরই রাখে না । প্রত্যেকেরই নিজেদের আলাদা আলাদা ধর্ম এবং ধর্মশাস্ত্র আছে । তাই প্রত্যেকেরই নিজেদের ধর্মশাস্ত্র পড়া উচিত । নিজের ধর্মশাস্ত্র হলো কল্যাণকারী ।

তোমরা বাচ্চারা জানো যে, আমরা বরাবর উচ্চ কুলের ছিলাম । যতক্ষন না তোমরা মানুষকে এই বিশ্ব নাটকের রহস্য না বোঝাবে, ততক্ষণ তারা ঘোর অন্ধকারে থাকবে, তাই এই ছবি দেখিয়েও বুঝিয়ে বলা উচিত । তোমরা বাচ্চারা সমস্ত যুগকে জানো, কিন্তু ছবি ছাড়া সাধারণ মানুষ বুঝতেই পারবে না । বুদ্ধিতেও বসবে না । তোমরা যদি স্কুলে ম্যাপ ছাড়া কাউকে বলো যে ফ্রান্স বা ইংল্যান্ড এখানে , তাহলে তো কেউই বুঝতে পারবে না । তাই এই কথাও ছবি ছাড়া কেউ বুঝতেই পারবে না । এই ছবি নিয়েই তোমাদের বুঝিয়ে বলতে হবে যে এ হলো এক নাটক । এখন বলো তোমরা কোন্ ধর্মের ?তোমাদের এই ধর্ম কবে থেকে আসে ? সত্যযুগে কোন্ ধর্ম থাকে ? ছবিতে এইসব কিছুই পরিষ্কার করে লেখা আছে । সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগে যখন সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশী

রাজত্ব ছিলো তখন অন্য কোনো ধর্ম ছিলো না । এখন সেই দেবতা ধর্ম আর নেই, তাই সেই ধর্ম আবার স্থাপন হওয়া উচিত । এখন হলো পুরোনো দুনিয়া, তাহলে অবশ্যই নতুন দুনিয়া স্থাপন হওয়া উচিত । নতুন দুনিয়ায় লক্ষ্মী – নারায়ণের রাজত্ব ছিলো । এই লক্ষ্মী – নারায়ণের চিত্রই হলো মুখ্য । লক্ষ্মী – নারায়ণ অনেক নামী, অনেক বড় বড় মন্দির তাঁদের নামে বানানো হয়েছে । শিবেরও অনেক নাম ডাক , তাঁরও অনেক মন্দির বানানো আছে । তাঁরও অনেক নাম আছে । তিনি সোমরস পান করান তাই তাঁর নাম সোমনাথ রাখা হয়েছে । মানুষ তাঁর অনেক নাম রেখেছে তাই সেগুলো বোঝাতেও হয় । রুদ্র , শিব, সোমনাথ এইসব নাম কেন রাখা হয়েছে ? বদ্রীনাথের অর্থই বা কি ? অনেক নামই না বুঝে রাখা হয়েছে তাই মানুষ দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে যায় । এর যথার্থ নাম হলো রুদ্র গীতা জ্ঞান যজ্ঞ । বাবা বলেন যে আমার এই জ্ঞান যজ্ঞ থেকেই বিনাশ জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হয়েছে । এ হলো ভগবান উবাচঃ । তাই প্রথমেই যে আসবে তাকে গীতার উপর বোঝাও । সেখানে লেখা আছে ভগবান উবাচঃ -- আমাকে স্মরণ করো, তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে আর তোমরা আমার কাছে চলে আসতে পারবে । তিনি হলেন বেহদের বাবা, স্বর্গের রচয়িতা, জীবনমুক্তিরও রচয়িতা । তাঁর নামই হলো "হেভেনলী গড ফাদার ," যিনি স্বর্গের স্থাপন করেন । তিনি কিন্তু সেই স্বর্গে থাকেন না । স্বর্গ একমাত্র ভগবানই স্থাপন করেন । তিনিই তো স্থাপনা, পালন আর বিনাশের কার্য করেন । তাই এখন বাবা বলেন, তোমরা এখন এই পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করো আর নিজেকে অশরীরী আত্মা মনে করো, না হলে আমার কাছে কি করে আসবে ? বাবা বলেন , এ হলো তোমাদের অন্তিম জন্ম তাই আমার সঙ্গে যোগ লাগালেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । একে যোগ অগ্নি বলা হয় । মানুষ তো শরীরের জন্য অনেক প্রকারের যোগ শিখিয়ে থাকে ।এখন পারলৌকিক বাবা বলেন, আমার সঙ্গে যোগ লাগাও আর এই জ্ঞানের ধারণা করো তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে আর আবার আমি তোমাদের সত্যযুগ, বৈকুন্ঠের বাদশাহী দেবো । তাই এই কথা তো মানা উচিত । বাবা বলেন, হে নিদ্রাজয়ী বাচ্চারা, তোমরা নিদ্রা জয় করে বাবাকে স্মরণ করো, কারণ তোমাদের আমার কাছে এই নিরাকারী দুনিয়াতে আসতে হবে । যদি কৃষ্ণ হতো তাহলে সে বলতো, আমার বৈকুন্ঠে আসতে হবে । যে যেখানকার অধিবাসী সে তো সেখানের লক্ষ্যই দেখাবে । নিরাকার বাবা বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করলে আমার নিরাকারী দুনিয়াতেই আসবে, আমার কাছে আসার এই একটিই রাস্তা । তোমরা বাচ্চারা হলে মুখ বংশাবলী । গর্ভজাত বংশাবলী আর মুখ বংশাবলী অক্ষর খুব সহজ । এখন তোমরা বলো বাবা, আমি তোমার, আমিও বলি, হ্যাঁ বাচ্চা, তুমি আমার, তাই এখন তোমরা আমার মতে চলো ।

তোমরা জানো যে, ভারত যখন স্বর্গ ছিলো, তখন এতো আত্মারা কোথায় ছিলো ? সবাই মুক্তিধামে ছিল । সেখানে হলো এক ধর্ম, তাই তালি বাজে না । লড়াই ঝগড়ার নামও থাকে না । এই লোকেরা যদিও বলে, আমরা হিন্দু চিনি ভাই – ভাই, কিন্তু কোথায় ? এরা তো লড়াই ঝগড়া করতেই থাকে । তারা এই গান গাইতে থাকে, পতিত – পাবন, সীতারাম, তাহলে অবশ্যই নিজেরা পতিত, তাই এমন গান গায় । সত্যযুগ হলো পবিত্র দুনিয়া । তাই সেখানে এমন গান গাওয়া হবে না । এই দুনিয়া হলো পতিত, তাই গেয়ে থাকে । পবিত্র দুনিয়া বলা হয় সত্যযুগকে এবং কলিযুগকে বলা হয় পতিত দুনিয়া। এটাও সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না। তারা কতই না মোটা বুদ্ধি সম্পন্ন। যদিও আমরাও আগে এসব তথ্য তেমন বুঝতাম না। তমোপ্রধান বুদ্ধি সম্পন্ন হলে সবকিছুই ভুলে যায়। বাবা বলেন, তোমরা এখন কতইনা অবুঝ হয়ে গেছো কিন্তু আগে তোমরা অনেক বুঝদার ছিলে। তোমরাই দেবতা অর্থাৎ সতোপ্রধান ছিলে। এখন তোমরা অবুঝ শূদ্র তথা তমোপ্রধানে পরিণত হয়েছ। তোমরা

স্বর্গে কত সুখী ছিলে। তোমরা ভারতবাসীরা উচ্চ থেকে উচ্চ তথা দেবী-দেবতাদের পদ লাভ করেছিলে। এখন তোমরা তুচ্ছ নরকবাসী হয়েছ। এসব বাবা স্বয়ং এসে তাঁর বাচ্চাদের বলে থাকেন। বাচ্চারা অনুভব করো কি তোমরাই আগে পূজ্য দেবতা ছিলে তারপর পূজারী হয়েছ। বাবা আমাদের কত বুঝদার বানিয়ে ছিলেন, এখন আবার বানাচ্ছেন। এইসব কথা রাতে চিন্তা করে খুশীর অনুভব করবে। অমৃতবেলায় উঠে বাবাকে স্মরণ করো আর এই সব কথা চিন্তা করলে খুশীর পারদ ঊর্ধগামী হবে। কোনো কোনো বাচ্চারা তো সারাদিনে একবারও বাবাকে স্মরণ করে না। এখানে যদিও পড়া শোনে কিন্তু বুদ্ধির যোগ অন্যত্র লাগিয়ে থাকে। তারা এটাও জানে না যে নিরাকার সুপ্রীম পরমাত্মা কে? কেউ কেউ দু'তিন বার ফেল হয়ে যায়। অবশেষে তারা যখন ঈশ্বরীয় পড়ায় মনোযোগী হতে পারে না,তখন তারা স্কুল ছেড়ে চলে যায়। মায়া তাদের সজোরে থাপ্পর লাগায়। বিকারের ঘুষি খাওয়ার ফলে তারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে পড়ে। মায়া এতই প্রবল ও শক্তিশালী। তোমাদের এই বক্সিং কোনো মানুষের সাথে হয় না বরং মায়ার সাথে। আমরা ব্রাহ্মণেরা মায়ার উপর জয় পেয়ে থাকি । এরজন্য তোমাদের অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। যতটা সম্ভব রাত জেগে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। ধীরে ধীরে এটা অভ্যাসে পরিণত হবে। ভগবান উবাচ সকল বাচ্চাদের প্রতি,কেবল এক অর্জুনের প্রতি নয়। সবাই আমরা এখন একই যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত। বাবা বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে বলেন,বাচ্চারা তোমরা রাত জেগে তোমাদের অতি প্রিয় বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে এবং জ্ঞানের ধারণা তৈরি হবে। তা নাহলে একটুও জ্ঞানের ধারণা হবে না। যদি আমার আজ্ঞা কে লঙ্ঘন করো এবং আমাকে স্মরণ না করো, তাহলে অনেক শাস্তি পেতে হবে। ঈশ্বরীয় নির্দেশনায় তিনি বলেন "আমি তোমাদের অতি মিষ্টি মিষ্টি পিতা,আমাকে স্মরণ করলেই তোমরা আমার কাছে আসতে পারবে।" শাস্তি পাওয়ার পর আসবে এটা তো ঠিক নয়। সোজাসুজি আসলে সম্মান অনেক বৃদ্ধি পাবে, এইজন্য আমার আজ্ঞাকে লঙ্ঘন করোনা। যারা বাবার আজ্ঞা পালন করবে না, তাদেরকে নিন্দুক বলা হয়ে থাকে। বাবা হলেন প্রকৃত বাবা, প্রকৃত সদগুরু। তাই তাঁর আজ্ঞা পালন করা অবশ্য কর্তব্য। শিববাবা হলেন খুব মিষ্টি। আত্মা আর শরীর দুটোকেই কাঞ্চন তুল্য করে দেন। কাঞ্চন কায়া কেবলমাত্র শক্তিশালী আত্মাদেরকে বলা হয় না। আত্মা এবং শরীর উভয়ই পবিত্র হলে, তাকে কাঞ্চন কায়া বলা হয়ে থাকে। দেবতাদের কাঞ্চন কায়া ছিল। এখন তো সকল আত্মার শরীর জঞ্জালে পরিনত হয়েছে। ৫ তত্ব হল তমোপ্রধান, তাই শুধু দেখ এই তত্বের দ্বারা কি ধরনের শরীর সৃষ্টি হয়েছে ! তাদের মুখ দেখ কিরকম আকৃতি বিশিষ্ট। কৃষ্ণের তো অনেক মহিমা। এইরকম শরীর তো কেবল স্বর্গেই পাওয়া সম্ভব। এখন তোমরা ঐরূপ দেবতা হতে চলেছ। তাই মুখ্য কথা হল রাত জেগে বাবাকে স্মরণ করলে এটা ক্রমে অভ্যাসে পরিণত হবে। ঘুমকে আয়ত্তে রাখতে হবে। অভ্যাসের দ্বারা সবকিছুই সম্ভব। ব্যবসার পিছনে দৌড়ানো, রুটি বেলা,ভাজা ইত্যাদি সবকিছুই অভ্যাসের দ্বারাই শিখতে হয়। সেইরকম বাবাকে স্মরণ করাটাও শিখতে হবে। যারা সব কল্প ধরে বাবাকে ভুলেছ, এখন সেই বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। তাহলে বাবা খুশি হবেন। তা না হলে বাবা বলবেন তোমরা তাঁর আজ্ঞাকারী ও বিশ্বস্ত বাচ্চা নও। তাহলে আবার অনেক সাজা পেতে হবে। তাদের ভাগ্যে মার লেখা আছে। এখানে কেউ সামান্য কারণে কারো ওপর রাগ করলেই সে বিগড়ে যায়। আর ওখানে ধর্মরাজ সাজা দেবেন তখন কিছুই করতে পারবে না। যেরকম জেলে সরকার বিনামূল্যে কয়েদিদের দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নেয়। কেউ পরিশ্রম ব্যতীত জেলের সাজা ভোগ করে আবার কাউকে পরিশ্রম করতে হয় ।

যখন ধর্মরাজ পুরিতে ধর্মরাজ সাজা দেবেন,তখন কিছু করার থাকবে না।মনে মনে ভাববে আমার নিজের দোষের কারণে আমি এই শাস্তি পেয়েছি। এটাও অনুভব করবে যে, বাবার নির্দেশ না মানার

কারণেই এই সাজা ভোগ করতে হয়,এইজন্য বাবা সর্বদা বলে থাকেন যতটা সম্ভব আমাকে স্মরণ করো। *আচ্ছা।*

দেখো, ভারতে সবাই যত ছুটি পেয়ে থাকে,সেরকম আর কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু এখানে আমরা এক সেকেন্ডও ছুটি পাইনা কারণ বাবা বলেন প্রত্যেকটি শ্বাসে তাঁকে(বাবাকে) স্মরণ করো। এক একটি শ্বাস অত্যন্ত গুরুত্বপুণ্য। বাচ্চাদের দিনরাত কেবল বাবার সেবায় নিয়োজিত হওয়া উচিত।

তোমরা সর্বময় কর্তা বাবার প্রেমিক নাকি তাঁর রথের? নাকি দুজনেরই প্রতি? অবশ্যই দুজনের (বাবা আর তাঁর রথ)প্রতি-ই আসক্ত হওয়া উচিত । তোমাদের বুদ্ধিতে এটা থাকা উচিত যে তিনি অর্থাৎ পরমাত্মা এই রথেই অধিষ্ঠান করেন। সেই কারণেই তোমরা তাঁর এবং তাঁর রথের প্রতি আসক্ত হয়েছ। শিববাবার মন্দিরেও ষাঁড় কে রাখা হয়েছে। তাকেও পূজা করা হয়। এ কতই না গোপন কথা , যারা নিয়মিত শোনেনা তারা কোনো না কোনো কথা মিস্ করে ফেলে। যারা নিয়মিত শুনবে,তারা কখনো ফেল করবে না। তাদের ব্যবহারও সুন্দর হবে। বাবাকে স্মরণ করলে অনেক লাভবান হওয়া সম্ভব। তার থেকেও বেশী লাভবান হওয়া যায় যদি বাবার জ্ঞানকে স্মরণ করা যায়। যোগ এবং জ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই লাভবান হওয়া সম্ভব। বাবাকে স্মরণ করলে যেমন বিকর্ম বিনাশ হবে তেমন উচ্চ পদাধিকার প্রাপ্ত হয়। বাবা যেখানে থাকেন,সেটা হল মুক্তি ধাম তথা ব্রহ্ম লোক। কিন্তু সবচেয়ে ভালো হল এই ব্রাহ্মণদের লোক। ব্রাহ্মণরা পৈতে অবশ্যই পরিধান করেন , টিকিও রাখেন কারণ বাবা আমাদের তথা ব্রাহ্মণদের টিকি ধরে নিয়ে যান। *আচ্ছা।*

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে)বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুনম স্মরণের ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) শরীর এবং আত্মা দুটোকেই কাঞ্চন কায়া বানানোর জন্য বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাস করতে হবে। কখনো বাবার আজ্ঞার লঙ্ঘন করবে না।

২)* পড়ার সময় চেক্ করবে যে বুদ্ধি এদিক-ওদিক চলে যাচ্ছে না তো! পড়া কখনো মিস্ করবে না। মায়ার বক্সিংয়ে কখনো হার মানবে না।

বরদান :- *স্ব-স্থিতির দ্বারা সবরকম পরিস্থিতিকে পার করতে পারা মাস্টার ত্রিকালদর্শী হও।*

যেসকল বাচ্চারা ত্রিকালদর্শী স্থিতিতে স্থির থাকে,তারা নিজেদের স্ব-স্থিতির দ্বারা সবধরনের পরিস্থিতিকে এমন সহজে ভাবে অতিক্রম করে,যেন কিছুই হয়নি। জ্ঞানী, ত্রিকালদর্শী আত্মারা সময়ের ভিত্তিতে প্রতিটি শক্তি,পয়েন্ট এবং গুণকে বাবার নির্দেশিত পথে চালিত করে থাকে। এরকম নয় যে,যখন সময় হবে তখন সহন-শক্তিকে নির্দেশ দেবে আর কার্য সম্পূর্ণ হওয়ার পর সহন-শক্তি

আসবে। যেই সময় যে শক্তি, যেই বিধিতে প্রয়োজন,সেই সময় নিজের কাজ সঠিক ভাবে করলে,তবেই বলা হবে সম্পত্তির মালিক, মাস্টার ত্রিকালদর্শী।

স্লোগান :- *যিনি সর্বদা খুশি থাকেন এবং সবাইকে খুশি বিলিয়ে থাকেন,তিনিই হলেন প্রকৃত সেবাধারী।*